মে ২০১৫ ▪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ ▪ রজব-শা'বান ১৪৩৬ ▪ বর্ষ ০৩ ▪ সংখ্যা ০৬ ▪

এস ই এল বার্তা

www.sel.com.bd | The Structural Engineers Ltd. এর মুখপত্র | e-mail : info@sel.com.bd

চলে গেলেন দক্ষিণ-এশিয়ার সফল রাষ্ট্র নায়ক লি কুয়ান ইউ

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল আউয়াল

সিঙ্গাপুরের জনক ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ গত ২৩ মার্চ সোমবার চলে গেছেন না ফেরার দেশে। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

তিন দশক শাসন ক্ষমতা পরিচালনাকারী এ নেতা আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক। দ্য পিপলস এ্যাকশন পার্টির (পিএপি) নেতা হিসেবে ১৯৫৯ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি বৃটিশ ঔপনিবেশিক

শাসনের আওতায় সদ্য স্বায়ত্বশাসন প্রাপ্ত সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে পৃথিবীর মানচিত্রের বুকে একটি ক্ষুদ্র ফোটার আকারের সিঙ্গাপুর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কিনা এই অনিশ্চয়তার দোলাচলে দুলে অবশেষে

[দ্বিতীয় পাতায় দেখুন]

আল-কোরআনের বাণী

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায় এবং দোষ তালাশ করো না, আর একে অপরের গীবত করো না। কেউ কি এ কথা পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? বস্তুতঃ এটা তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হবে না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খুব তওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

– সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২

আল-হাদীসের বাণী

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ জবাব দিলেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, গীবত হলো তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের কথা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে, সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমি যা কিছু বলবো তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে তা হবে বেহুতান (জঘন্য মিথ্যাচার)।" – মুসলিম শরীফ

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য SEL ও সুবার্তা ট্রাস্ট এর নতুন উদ্যোগ

সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার সেন্টার

SEL Chayabeethi

Senior Citizen's Residence & Care Centre

আমানুল্লাহ্ সোমান ঃ ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার/মস্ত ফ্লাটে যাইনা দেখা এপার ওপার/নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামী দামী/সবচেয়ে কমদামী ছিলাম একমাত্র আমি/ছেলের আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম/আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম। জনপ্রিয় গায়ক নচিকেতার এ গানটি শুনলে বৃদ্ধাশ্রম সম্পর্কে খুব সহজেই ধারনা পাওয়া যায়। বর্তমান বিশ্বে বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতি দিন দিন বেড়েই চলছে। সেই সাথে বাংলাদেশেও।

ইতিহাস থেকে জানা যায় পৃথিবীর প্রথম বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন চীনে। অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের এই উদ্যোগ ছিল শাং রাজবংশের। খ্রিষ্টপূর্ব ২২০০ শতকে বৃদ্ধদের জন্য আলাদা এই আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করে ইতিহাসে আলাদা জায়গাই দখল করে নিয়েছে এই শাং রাজবংশ। পৃথিবীর প্রথম প্রতিষ্ঠিত সেই বৃদ্ধাশ্রমে ছিল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আরাম-আয়েশের সব রকম ব্যবস্থা। ছিল খাদ্য ও বিনোদন ব্যবস্থা। ইতিহাসবীদগণ এই বৃদ্ধাশ্রমকে প্রাচীন চীনে গড়ে ওঠা সভ্যতারই অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করেছেন। সে ধারা পৃথিবীতে আজও বজায় আছে।

জীবনের প্রতি পর্যায়ের জন্য বিশেষায়িত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তে সামাজিক পরিবর্তনকে মানুষ স্বীকার করে নিচ্ছে। গ্রহণযোগ্য পরিবর্তীত ধারণা আমাদেরকে সুন্দর-সুশৃংখল-শান্তিপূর্ণ জীবনে নিয়ে যাবে এবং সামাজিক পুনর্বিন্যাস হবে।" পুরোনো ধ্যান-ধারনকে পুণসংজ্ঞায়িত করা একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম কাজ" বলেছেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ইরানী লেখক শিরীন এবাদি। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ ইতমধ্যে প্রবীণদের মানসম্মত বিশেষায়িত জীবন-যাপনের জন্য সকল ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে। সেসব ব্যবস্থাপনার আলোকে আমাদের দেশের প্রচলিত বৃদ্ধাশ্রমের ধারনা পাল্টে দিতে 'দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ' ও 'সুবার্তা ট্রাস্ট' এর যৌথ উদ্যোগে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈরী করতে যাচ্ছে বয়স্ক নাগরিক সেবা কেন্দ্র।

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

১৯৮৩ সালের ৬ ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল আউয়াল এর নেতৃত্বে "দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স" এর যাত্রা শুরু হয়। এর পরে ১৯৮৭ সালে জয়েন্ট স্টকে নিবন্ধিত হয়ে "দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড" নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। শুরুতে সততার সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় ঠিকাদারী ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে

[বিস্তারিত দ্বিতীয় পাতায় দেখুন]

অ ভি ম ত

"এস.ই.এল আমাকে যে কমিটমেন্ট দিয়েছিল তা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে"

বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল ওহাব
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
এস.ই.এল. ওহাব গার্ডেন

"আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি এস.ই.এল এর কোয়ালিটি এবং কমিটমেন্ট অত্যন্ত উঁচু মানের"

আবদুল আউয়াল, সচিব (অবঃ)
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
এস.ই.এল. কৃষ্ণচূড়া

"এস.ই.এল.-কে সবার উপরে স্থান দিব"

প্রফেসর ড. হাসনা বেগম
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
এস ই এল রাবেয়া গার্ডেন

"বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এস.ই.এল. সত্যিই বিরল"

আনোয়ার হাশিম, সাবেক রাষ্ট্রদূত
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
এস.ই.এল. মুকুল ভিলা

"কোয়ালিটির ক্ষেত্রে এস.ই.এল. আপোষহীন"

এ.কে.এম. শামছুর রহমান, ব্যবসায়ী
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
এস.ই.এল. পদ্মবতী পার্ক

সিনিয়র সিটিজেন কেয়ার সেন্টার

প্রথম পাতার পর

সফল হয় অত্র প্রতিষ্ঠান। অর্জিত সফলতাকে পুঁজি করে ব্যবসার পাশাপাশি ১৯৯৫ সালে একটি প্রকল্পের কাজ শুরুর মাধ্যমে আবাসন জগতে পদচারণা শুরু করে ১৯৯৭ সালে তা সমাপ্ত করে গ্রাহকদের কাছে হস্তান্তর করে। এস.ই.এল. এর বিশ্বাস "সম্মানিত ক্রেতা সাধারণ/জমির মালিকবৃন্দ কোন অবস্থাতেই কোম্পানীর প্রতিপক্ষ নন বরং ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।" শুধু ব্যবসার জন্যই ব্যবসা নয়। "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিকল্পিত আবাসন গড়াই আমাদের স্বপ্ন" এই মিশন এবং "সর্বোচ্চ গ্রাহক সন্তুষ্টি ও পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান নির্মাণই আমাদের লক্ষ্য" এই মিশনকে সামনে রেখে ১৯৯৮ সালে ঠিকাদারি ব্যবসা ছেড়ে রিয়েল এস্টেট জগতে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ। বলা বাহুল্য যে, এস.ই.এল. কাজের মান নিয়ন্ত্রণ, নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প হস্তান্তর, সর্বোপরি বিক্রয়োত্তর গ্রাহক সেবা প্রদানের মাধ্যমে রিয়েল এস্টেট জগতে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রথমে মাত্র একটি প্রকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে চলতি প্রকল্পের সংখ্যা ৪৬টি। আরও ২৪টি প্রকল্পের কাজ শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে। ইতিমধ্যে সফলতার সাথে ১৩৩টি প্রকল্প হস্তান্তর করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল আউয়াল এর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট' চর্চাই এস.ই.এল-কে তার বর্তমান অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

সুবার্তা ট্রাস্ট

সুবার্তা ট্রাস্ট একটি অরাজনৈতিক অলাভজনক সমাজসেবামূলক নাগরিক সংগঠন। সুবার্তা ট্রাস্ট সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ এর আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক নিবন্ধিত। সুবার্ত ট্রাস্ট দীর্ঘদিন ধরে ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সেবা, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে নিরলস কাজ করছে। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রবীণ ও সংকটগ্রস্থ মানুষ জাতী, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে আত্মসম্মানবোধ এবং মর্যাদা নিয়ে নিরাপদ এবং সক্রিয় সুস্থ জীবন-যাপন করতে পারে এমন একটি সমাজ কল্পনা করছে সুবার্তা ট্রাস্ট। জিএইচএল-ডেইলী স্টার কর্তৃক বাংলাদেশ বিজনেস এওয়ার্ড (ব্যবসায় নারীর উল্লেখযোগ্য অবদান) শেলীনা আক্তারের উদ্যোগে সুবার্তা ট্রাস্টের যাত্রা শুরু হয়।

ভবিষ্যতে বার্ধক্য জীবনে বা যে কোন সংকটময় পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যেন সংকটগ্রস্থ হয়ে না পড়ে এমন একটি সঠিক পরিকল্পনা যেন নিজেই করতে পারে। আর এই একক উদ্যোগই যেন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত ক্ষেত্র হয়ে গড়ে উঠে, যেন তৈরী হয় নতুন কাঠামো, নতুন জনবল, নতুন পুনর্বিন্যাসিত সমাজ। এই ধারণার জন্য শেলীনা আক্তার অশোকা ফাউন্ডেশন আমেরিকা থেকে ফেলোশিপ পেয়েছেন।

কেন এই উদ্যোগ

বয়স বাড়ার সাথে সাথে একজন মানুষের শারীরিক শক্তি ও কর্ম ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে। পাশাপাশি নানা প্রকারের রোগব্যাধি শরীরে বাসা বাঁধে। বর্তমানে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের ব্যবস্ততা বাড়ার কারণে অনেক সাবলম্বী বয়স্ক মানুষেরও খোঁজ নেয়ার মত কেই থাকে না। বয়স্কদের মাঝে কেউ কেউ আছেন অবিবাহিত, নিঃসন্তান বা কারো আছে প্রতিবন্ধী সন্তান, মাদকাসক্ত সন্তান, কেউ আছেন পরিবারিকভাবে বিচ্ছিন্ন, তালাকপ্রাপ্ত শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম। আবার কারো সন্তান প্রয়োজনের তাগিদে দেশের বাইরে থাকেন। কেউ আবার দেশে থাকলেও ব্যস্ততার কারণে সেভাবে খোঁজখবর নিতে পারেন না। এমনও হয় অনেক বয়স্ক মানুষের ব্যাংকে টাকা আছে কিন্তু তা তুলে আনার মতো কোন লোক নেই। এমনসব প্রবীণ ও সংকটগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য আমাদের এ আয়োজন।

কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে একজন প্রবীণ ব্যক্তি স্বাস্থ্য সেবা থেকে শুরু করে উপযোগী আবাসন, পুষ্টিকর ও নিরাপদ প্রয়োজনীয় খাদ্য ব্যবস্থা, বিনোদন, শিক্ষা চর্চা ও লজিস্টিক সাপোর্টসহ সকল ধরনের সেবা পাবেন। এর মাধ্যমে কেয়ার সেন্টার হয়ে উঠবে প্রবীণ নাগরিকদের নিজস্ব আবাসন। যা প্রবীণ ব্যক্তির স্বাধীনতা, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং পরিবারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করবে।

এ উদ্যোগে এস.ই.এল. কেন?

এস.ই.এল. দেশের অন্যতম নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। এস.ই.এল এর ব্যবসার মূল উদ্দেশ্যই হলো দেশ ও মানুষের কল্যাণ সাধন। মানব কল্যাণের কথা ভেবে এস.ই.এল. সেবামূলক এ কাজে অংশগ্রহন করেছে। সুবার্তা ট্রাস্ট বয়স্ক নাগরিকদের যে ধরনের সেবা প্রদান করতে চায় তা সাধারণভাবে তৈরী কোন ভবনে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। এছাড়া প্রচলিত বৃদ্ধাশ্রম ধারণাকে রোধ করতে হলে প্রয়োজন গঠনমূলক ধারণা। আর এ ধারণাকে বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন সঠিক উদ্যোক্তার। সুবার্তা ট্রাস্ট দীর্ঘদিন যাবত একজন উদ্যোক্তা খোঁজ করে আসছে। সুবার্তা মনে করে উদ্যোক্তাই সমাজ পরিবর্তন করবে। আর সুবার্তার সেই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছে এস.ই.এল.। অভিজ্ঞ স্থপতিদের পরিকল্পনায় বয়স্ক নাগরিকদের জন্য ভবনসমূহ তৈরী করে সঠিকভাবে গ্রাহকদের কাছে হস্তান্তর করবে এস.ই.এল.।

প্রবীণ সেবা কেন্দ্রের সাথে কীভাবে যুক্ত হবেন

প্রবীণ সেবাকেন্দ্র সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় একটি আবাসন। বাংলাদেশে এটি প্রথম উদ্যোগ। এই আবাসন সমাজে বিশেষ ধরণের সম্পদের ধারণা তৈরী করবে এবং বাস্তবায়ন করবে। সুবার্তা ট্রাস্ট এর নিয়মানুযায়ী এই সেবা কেন্দ্রে বসবাসের জন্য যে কেউ সদস্য হতে পারবেন এবং বিশ্বের যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই সেবা কেন্দ্রের মালিক হতে পারবেন। যারাই সুবার্তার নিয়মানুযায়ী ট্রাস্টী হবেন, তার এস.ই.এল. থেকে সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবেন। ক্রয়কৃত সম্পত্তি নিজে ব্যবহার না করলে সুবার্তা ট্রাস্টের মাধ্যমে ভাড়া দিতে পারবেন। ভাড়া দেয়াসহ যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবে সুবার্তা ট্রাস্ট।

কি কি সেবা পাবেন?

যে কোন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য এখান থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে সেজন্য নির্দিষ্ট সেবামূল্য প্রদান করতে হবে। প্রবীণ সেবাকেন্দ্র পরিচালনা করবে সুবার্তা ট্রাস্ট। সেবাসমূহ নিম্নরূপ।

১. আবাসন সুবিধা ২. নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ ৩. প্রাথমিক ও বিশেষায়িত জেরিয়েট্রিক চিকিৎসা ৪. সার্বক্ষণিক এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা ৫. বিনোদনের সুবিধা ৬. নিরাপত্তা কাঠামো ৭. ফিজিওথেরাপি সেবা ৮. জিম সুবিধা ৯. ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের সুযোগ ১০. আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা ১১. লাইব্রেরী সুবিধা ইত্যাদি।

আপনিও লিখুন

এস.ই.এল পরিবারের সদস্য হলে আপনিও লিখতে পারেন 'এস.ই.এল বার্তা'য়। জানাতে পারেন আপনার এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সফলতার কথা।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

এস.ই.এল বার্তা
এস.ই.এল সেন্টার (৩য় তলা)
২৯, বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান সড়ক
পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫।
e-mail : selbarta@gmail.com

লি কুয়ান ইউ

প্রথম পাতার পর

গণভোটের মাধ্যমে জনগনের মেন্ডেট নিয়ে ১৯৬৩ সালে মালয়শিয়ান কনফেডারেশনের সাথে যোগদান করেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মালয়শিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমানের সাথে কিছু মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য তৈরী হওয়ার কারণে ১৯৬৫ সালের ৯ আগষ্ট মালশিয়ান কনফেডারেশন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেই দিন থেকেই তার শুরু হয় এক অচেনা রাস্তায় অনিশ্চিত যাত্রা।

প্রায় দুই মিলিয়ন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ ছাড়া সম্পদ বলতে তার হাতে আর কিছুই ছিলনা। অথচ সমস্যা ছিল পাহাড়সম। তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিনতম চ্যালেঞ্জটি ছিল এই দুই মিলিয়ন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরন করা যা প্রতিটি দেশের প্রতিটি সরকারের উপরই বর্তায়। মৌলিক চাহিদা পূরনের লক্ষে তিনি প্রথমেই Economic Development Board (EDB) এবং Housing Development Board (HDB) নামে দুটি বোর্ড গঠন করেন। EDB-র দায়িত্ব ছিল এমন কিছু করা যার মাধ্যমে কর্মক্ষম সব মানুষের জন্য একটি চাকুরী নিশ্চিত করা যায়। যার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক যেন তার নিজের ও পরিবারের সকল সদস্যদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারেন। আর HDB-এর দায়িত্ব ছিল প্রতিটি পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, দুটি সংস্থাই তাদের অদম্য ইচ্ছা শক্তি, দৃঢ় মনোবল আর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অতি অল্প সময়েই তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। EDB সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ১০ শতাংশের বেশি বেকারত্বকে ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয় যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে শূন্য বেকারত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে HDB আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ৮৫ শতাংশ মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। এক সময় HDB প্রতি ৩৬ মিনিটে একটি ফ্ল্যাট তৈরী করেছে। ২০০৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ১০ হাজার ফ্লাট অবিক্রিত অবস্থায় পড়েছিল।

একটি পরিসংখ্যান পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আজকের লেখাটি শেষ করব। ১৯৫৯ সালে যখন লি কুয়ান ইউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহন করেন তখন সিঙ্গাপুরের জনপ্রতি জি.ডি.পি ছিল মাত্র ৪০০ মার্কিন ডলার। ১৯৮০ সালে যখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন তখন ছিল ১২,২০০ মার্কিন ডলার। ১৯৯৯ সালে তা বেড়ে ২২,০০০ মার্কিন ডলারে উন্নিত হয়, বর্তমানে যা প্রায় ৩০,০০০ হাজার মার্কিন ডলার। আর এসব কিছুই সম্ভব হয়েছিল এ জন্য যে, লি কুয়ান ইউ ও তার সহযোগিরা কখনই ক্ষমতাকে ক্ষমতা হিসাবে গ্রহণ করেননি। তারা নিয়েছিলেন দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করেছিলেন বলেই ১৯৬৫ সালের তৃতীয় বিশ্বের কাতারের ছোট্ট একটি দেশ আজ প্রথম বিশ্বের কাতারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মনে করি আমাদের সকলেরই এ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। [চলবে]

এস.ই.এল. সেন্টার অডিটরিয়ামে 'আপন ফাউন্ডেশন' এর উদ্যোগে পরিচালিত পথশিশুদের স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য 'ফল খাওয়া' উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সাথে এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেব (উপরে ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত ছিলেন।

'এস.ই.এল. চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন' এর উদ্যোগে টাদপুর জেলার মতলব থানার চান্দ্রাকান্দি গ্রামে দরিদ্র মানুষ এবং জেলে পরিবারের মাঝে কম্বল ও খাবার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

Quality comes first, Profit is its logical sequence

ISO 9001:2008

Ready Flats
Special Package Offer

Uttara 1370-1887 sft.	Bashundhar 1510-1593 sft.	Mohakhali 1015 sft.
Green Road 2078 sft.	Indira Road 1501-1578 sft.	Rajabazar 1415 sft.
Zigatola 1326-1357 sft.	Gandaria 1133 sft.	Comilla 1205-1803 sft.
Khulna 1599-1997 sft.		

Hotline
09666 77 33 44
www.sel.com.bd

Dhaka
- Central Road
- Dhanmondi
- Gulshan
- Indira Road
- Kalabagan
- Malibagh
- Mirpur
- Mohammadpur
- Nilkhet
- Shamoly
- Savar

Comilla
- Ashoktola
- Bagichagaon
- Police Line

Chittagong
- Halishahar H/E
- Firingi Bazar

OFFICE SPACES
- Shamoly
- Paltan
- Eskaton

SEL Since 1983
A House of Total Quality, Trust & Faith
The Structural Engineers Ltd.
SEL Centre, 29, West Panthapath, Dhaka-1205, Ph: 02-9116572, Fax: 9126515
e-mail: info@sel.com.bd, Comilla: 01811 459047, 01819 558161, 01811 455268

নতুন প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর

গত নভেম্বর ২৬, ২০১৪ইং তারিখে হোল্ডিং নং-০২, গিরিদি উর্দু রোড, বকশিবাজার, চকবাজার, ঢাকায় আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তিনামা দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এস.ই.এল. এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও ল্যান্ডওনারগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৫ইং তারিখে হোল্ডিং নং-১৭, নর্থ সার্কুলার রোড, কলাবাগান, ঢাকায় আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তিনামা দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত মার্চ ১৫, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ৭১, রোড নং- ০৪, ব্লক- সি, বনানী, ঢাকায় আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তিনামা দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন প্রকল্প উদ্বোধন ও মিলাদ

গত নভেম্বর ২৯, ২০১৪ইং তারিখে **"এস.ই.এল. কাজীনিবেশ"**, প্লট নং- ২২২, মালিবাগ, ঢাকায় নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। এ উপলক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পে মিলাদ ও দু'আ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

গত নভেম্বর ৩০, ২০১৪ইং তারিখে **"এস.ই.এল. শেলী"**, প্লট নং- ২৫, রোড নং- ১৫, ধানমন্ডি, ঢাকায় নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। এ উপলক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পে মিলাদ ও দু'আ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

প্রকল্প হস্তান্তর

গত নভেম্বর ২৬, ২০১৪ইং তারিখে প্লট নং- ১৯৪/ডি, রোড নং- ০৭, ব্লক- সি, বসুন্ধরা, ঢাকায় "এস.ই.এল. ক্ষণিকা" নামক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ডিসেম্বর ০১, ২০১৪ইং তারিখে প্লট নং- ৬২, সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকায় "এস.ই.এল. স্বপ্নিল" নামক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত জানুয়ারি ১৭, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ৭/বি, আব্দুস সাদেক সড়ক, ব্লক- ডি, বসুন্ধরা, ঢাকায় "এস.ই.এল. নির্ভানা" নামক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর পরিচালক (কারিগরী)-সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত জানুয়ারি ৩০, ২০১৫ইং তারিখে প্লট নং- ৪২/জি, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকায় "এস.ই.এল. সাইদা" নামক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

"ইঞ্জিঃ আউয়াল সাহেব যেখানে আছেন সেখানে আমার কিছু দেখার নেই"

ড. এ.কে.এম, নজরুল ইসলাম, প্রাক্তণ অধ্যাপক (ঢা.বি)

ড. এ.কে.এম নজরুল ইসলাম। ১৯৪৮ সালে মোমেনশাহী জেলার মুক্তগাছা উপজেলার তারাটী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে আর.কে. হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন ও ১৯৬৪ সালে আনন্দ মোহন কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে বিএসসি সম্মান এবং ১৯৬৮ সালে এমএসসি পাশ করেন। একই বছরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ বিভাগে (উদ্ভিদ বিজ্ঞান) শিক্ষতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে যুক্তরাজ্যের Sheffield University থেকে পরিবেশ বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। দীর্ঘদিন অধ্যাপনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে অধ্যাপক পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় ২০১৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি "এস.ই.এল তরুছায়া" প্রকল্পের সম্মানিত ল্যান্ডওনার। তার সাথে এস.ই.এল এর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেছেন- **আমানুল্লাহ নোমান**

কথায় কথায়

ড. এ.কে.এম, নজরুল ইসলাম
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
এস.ই.এল. তরুছায়া

এস.ই.এল বার্তা : এস.ই.এল এর সাথে আপনার পরিচয় কীভাবে?

ড. এ.কে.এম নজরুল ইসলাম : এস.ই.এল এর সাথে পরিচয়ের ঘটনাটি একটু লম্বা। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (রুয়েট) এর সিন্ডিকেট সভায় সদস্য হিসেবে জনাব আব্দুল আউয়াল সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। পরবর্তীতে রুয়েটের সিন্ডিকেট মিটিং-এ আমরা ঢাকা থেকে ওনার গাড়িতে করে যেতাম। আমাদের সাথে আরও যেতেন বুয়েটের অধ্যাপক আবু তাহের ও ইঞ্জিঃ খায়রুল বাশার। ঢাকা থেকে রুয়েটে পৌঁছতে লম্বা সময় লাগতো। দীর্ঘ এ সময়ের ভ্রমণে ইঞ্জিঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের কথোপোকথন আমাকে মুগ্ধ করে। কথা প্রসঙ্গে আমি জেনেছি তিনি এস.ই.এল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাও ২০০৮ সালের দিকে। অর্থাৎ পরিচয় হওয়ার প্রায় এক বছর পরে। তখন আমি তাকে আমার উত্তরার জমির কথা জানালাম এবং বললাম যে, ২০০৭ সালের পুরাতন প্ল্যান অনুযায়ী প্ল্যান পাস করা আছে। তখন তিনি আমার কথা শুনে কিছু বলেননি। আমি স্বেচ্ছায় আরও ছয় মাস পরে তার কাছে পুনরায় বললাম। এর মধ্যে আমার প্লটের পাশে অবস্থিত অবসরপ্রাপ্ত সচিব আব্দুল আলীম সাহেবের প্লট একত্র করার সিদ্ধান্তে উপনিত হই। কথা প্রসঙ্গে আমি আলীম সাহেবকে এস.ই.এল এর কার্যক্রম এবং ইঞ্জিঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের কথা বলি। এরপরে একদিন আমি ও আলীম সাহেব এস.ই.এল এর অফিসে এসে ইঞ্জিঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের সাথে কথা বলি। এভাবে আরও দু'দিন আলোচনা করে আলীম সাহেব আমাকে জানালেন আপনি আমাকে সৎ লোকের সন্ধান দিয়েছেন। আমাদের জমি এস.ই.এল-কে দিব।

এস.ই.এল বার্তা : ডেভেলপার হিসেবে এস.ই.এল-কে কেন পছন্দ করলেন?

ড. এ.কে.এম নজরুল ইসলাম : আমি পূর্বেই বলেছি এস.ই.এল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের সাথে কথোপোকথন আমাকে মুগ্ধ করেছে। মূলতঃ তার জন্যই এস.ই.এল-কে পছন্দ করি। এমন একজন লোকের সাথে আমার আরও পূর্বে পরিচয় হলে ভালো হতো।

এস.ই.এল বার্তা : এস.ই.এল এর কমিটমেন্ট ও কোয়ালিটি সম্পর্কে কিছু বলুন?

ড. এ.কে.এম নজরুল ইসলাম : এস.ই.এল এর কমিটমেন্ট সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিলেই পরিস্কার হবে। ২০১৪ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কাজ করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। অফিস থেকে আমাকে টেলিফোন করে জানালেন ৮-১০ সপ্তাহ বিলম্ব হতে পারে। উত্তরে আমি বলেছিলাম ২০ সপ্তাহ বিলম্ব হলেও কোন সমস্যা নেই। এস.ই.এল এর পক্ষ থেকে ৩-৪ মাস পর পর আমাকে কাজের কোয়ালিটি ও অগ্রগতি দেখতে আহ্বান করতেন। আমি তিন-চার বার গিয়েছি এবং বলেছি ইঞ্জিঃ আউয়াল সাহেব যেখানে আছেন সেখানে আমার কিছু দেখার নেই। এস.ই.এল আমাকে তাদের কথামত তিন-চার সপ্তাহ পরেই ফ্লাট হস্তান্তর করে।

> *এস.ই.এল এ যারা চাকুরী করেন তাদের কথাবার্তা ও ব্যবহার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সবাই যদি এ ধরনের ব্যবহার করেন আমার ধারণা তাহলে দেশে কোন সমস্যা থাকবে না। যখনই কোন কারণে অফিসে গিয়েছি ইঞ্জিঃ আউয়াল সাহেব ব্যস্ততার মাঝেও সময় নিয়ে কথা বলেছেন। .... মোট কথা, এস.ই.এল-এর সবার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।*

এস.ই.এল বার্তা : এস.ই.এল এর কোন দিকটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে।

ড. এ.কে.এম নজরুল ইসলাম : আমি প্রথমেই বলবো এস.ই.এল এর স্টাফদের কথা। এস.ই.এল এ যারা চাকুরী করেন তাদের কথাবার্তা ও ব্যবহার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সবাই যদি এ ধরনের ব্যবহার করেন আমার ধারণা তাহলে দেশে কোন সমস্যা থাকবে না। যখনই কোন কারণে অফিসে গিয়েছি ইঞ্জিঃ আউয়াল সাহেব ব্যস্ততার মাঝেও সময় নিয়ে কথা বলেছেন। আরও অনেকের নাম উল্লেখ করা দরকার। আমি শুধু একজনের কথা বলছি- জনাব আব্দুস সালাম সাহেব। তিনি অতি অমায়িক ও ধার্মিক মানুষ। মোট কথা, এস.ই.এল এর সবার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

এস.ই.এল বার্তা : এস.ই.এল এর জন্য কিছু পরামর্শ।

ড. এ.কে.এম নজরুল ইসলাম : অর্জিত সুখ্যাতি ধরে রাখুন। সবশেষে আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এস.ই.এল এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

ফাইল ফুটেজ

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (এস.ই.এল) এর ৩১ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

গত ডিসেম্বর ০৬, ২০১৪ইং তারিখে দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (এস.ই.এল) নির্মাণ শিল্পে সাফল্যের ৩১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেক কাটার মাধ্যমে সম্মানিত ল্যান্ডওনার, ফ্ল্যাট মালিক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়িদের সাথে এক শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অধ্যাপক আব্দুল্লাহ্ আবু সায়ীদ, মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ এ.এইচ.এম জহিরুল হক, পরিচালক ইঞ্জিঃ এ.কে.এম. আব্দুল্লাহ্ এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ এস.ই.এল. পরিবারের সর্বস্তরের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

যোগদান

গত ফেব্রুয়ারি ০১, ২০১৫ইং তারিখে দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (এস.ই.এল) পরিবারের নবাগত সদস্য হিসাবে **আর্কিটেক্ট এ.কে.এম. আব্দুর রহমান (সাফিঈ)** যোগদান করেছেন। এ উপলক্ষ্যে এস.ই.এল পরিবারের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ এ.এইচ.এম জহিরুল হক, পরিচালক ইঞ্জিঃ এ.কে.এম. আব্দুল্লাহ্ ও ইঞ্জিঃ আনোয়ার হোসেন, পরিচালক (কারিগরী) মহোদয়গণ জনাব আব্দুর রহমান (সাফিঈ)-কে ফুল দিয়ে বরণ করেন। তিনি দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ-এ 'পরিচালক' হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য, আর্কিটেক্ট এ.কে.এম. আব্দুর রহমান (সাফিঈ) মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের কনিষ্ঠ সন্তান।

'রিয়ান আহমেদ' সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী

রিয়ান আহমেদ ২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষায় 'উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়' থেকে জিপিএ-৫ (Golden A+) পেয়ে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। রিয়ান পিএসসি পরীক্ষায়ও জিপিএ-৫ (Golden A+) পেয়েছিল। রিয়ান আহমেদ 'দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ'-এর জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন ও সেলস) জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এর একমাত্র পুত্র। তিনি সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী।

Quality comes first, Profit is its logical sequence

বাড়ী বানাবেন?

মিস্ত্রির উপর নয়,
প্রকৌশলীর উপর আস্থা রাখুন;

একজন স্থপতি ও প্রকৌশলীর পিছনে
বাড়তি কিছু টাকা খরচ করুন;

নিজে নিরাপদ থাকুন এবং অন্যদের
নিরাপদে বসবাস করার সুযোগ দিন।

SEL Since 1983

www.sel.com.bd ISO 9001:2008 Certified Company

THE STRUCTURAL ENGINEERS LTD.

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইঞ্জি. মো. আব্দুল আউয়াল, ২৯, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আমানুল্লাহ নোমান কর্তৃক সম্পাদিত। ফোন : ৯১১৬৫৭২, ০১৮১৯-৫৫৮১৪১